যুক্তরাষ্ট্র ব্যাবস্থা

ক্ষমতা বন্টনের ভিত্তিতে সরকার বা শাসনব্যবস্থাকে এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় এই দুভাগে ভাগ করা যায়। যে শাসনব্যবস্থায় সরকারের ক্ষমতা একটি কেন্দ্রীয় সরকার ও কতকগুলি আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়, তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা বলা হয়। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র হল এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার বিপরীত।

যুক্তরাষ্ট্রের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ করা যায়। অধ্যাপক ডাইসির মতে, "জাতীয় ঐক্য ও শক্তির সঙ্গে অঙ্গরাজ্যগুলির অধিকারের সমন্বয়সাধনের রাজনৈতিক কৌশলকে যুক্তরাষ্ট্র বলা হয়" ("A federal state is a political contrivance intended to reconcile national unity and strength with the maintenance of state rights.")। অধ্যাপক হোয়ার (K.C. Wheare)-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র বলতে এমন একটি শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে একটি সংবিধানের সাহায্যে জাতীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে এমভাবে ক্ষমতা বন্টন করা হয়, যাতে উভয় সরকারই নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনভাবে কার্য সম্পাদন করতে পারে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল:

ভারতবর্ষকে একটি প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশ বলা হবে কিনা তা নিয়ে সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিস্তর মতপার্থক্য লক্ষ করা যায়। বলা বাহুল্য ড. আম্বেদকর, জওহরলাল নেহেরু প্রমুখ ভারতীয় সংবিধানের স্রষ্টাগণ খুবই দৃঢ়ভাবে ভারতকে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশ বলে অভিহিত করেছেন। অপরপক্ষে, কে. সি. হোয়ার (K. C. Wheare), জি. এন. যোশী (G.N. Joshi), কে. পি. মুখার্জি, দুর্গাদাস বসু প্রমুখ সংবিধানবিদগণ ভারতকে যুক্তরাষ্ট্রীয় না বলে, হয় এককেন্দ্রিক অথবা আধাযুক্তরাষ্ট্রীয় বলার পক্ষপাতী। এই পরস্পর বিরোধী মতামতের মধ্যে কোনটি সত্য তা বিচার করতে হলে আমাদের দেখতে হবে, একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশের বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতে বিদ্যমান কিনা।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল:

(১) কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকার-এই দুই প্রকার সরকারের অবস্থিতি, (২) লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান, (৩) সংবিধানের প্রাধান্য, (৪) সংবিধান কর্তৃক কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে এমনভাবে ক্ষমতা বন্টন যাতে কেউ কারও ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করতে না পারে, (৫) একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা।

ভারতীয় শাসনতন্ত্রে উপরিউক্ত প্রধান যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ করা যায়। **প্রথমত**, ভারতে একটি কেন্দ্রীয় সরকার এবং একাধিক রাজ্য সরকার রয়েছে। **দ্বিতীয়ত**, ভারতের সংবিধান লিখিত এবং অংশত দুষ্পরিবর্তনীয়। **তৃতীয়ত**, ভারতীয় সংবিধানের প্রাধান্য প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে স্বীকার করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার সর্বোচ্চ শাসক রাষ্ট্রপতিকে কার্যভার গ্রহণের পূর্বে সংবিধান মেনে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। **চতুর্থত**, ভারতীয় সংবিধানে তিনটি তালিকার মাধ্যমে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন করা হয়েছে। **পঞ্চমত**, ক্ষমতা বন্টনের প্রশ্নে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে বিরোধ মীমাংসার জন্য একটি সুপ্রিমকোর্ট রয়েছে।

Scanned by Easy Scanner

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতে বিদ্যমান। তাই কাঠামোগত দিক থেকে ভারত যে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশ সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

আইন সংক্রান্ত বিষয়ে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকা

১। কেন্দ্র তালিকা: বিভিন্ন সময়ে সংবিধান সংশোধনের ফলে বর্তমানে কেন্দ্র তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের সংখ্যা হল ১০০টি (মূল সংবিধানে ছিল ৯৭টি বিষয়)। বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, রেল, ডাক ও তার, মুদ্রাব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, যুদ্ধ ও শান্তি, পারমাণবিক শক্তি, বিমা, লোকগণনা ইত্যাদি। বিষয়গুলি সবই জাতীয় স্বার্থসম্পর্কিত এবং এগুলির ওপর আইন প্রণয়ন করার অনন্য ক্ষমতার অধিকারী পার্লামেন্ট [২৪৬ (১১) নং ধারা]।

২। রাজ্য তালিকা: বর্তমানে রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের সংখ্যা ৬১ (মূল সংবিধানে ছিল ৬৬টি বিষয়)। এগুলি মূলত আঞ্চলিক স্বার্থ সম্পর্কিত এবং এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পুলিশ, রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা, ভূমি-রাজস্ব, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, জনস্বাস্থ্য, জল সরবরাহ, বিচারব্যবস্থা, রাস্তাঘাট, কৃষি, মৎস্য, চাষ প্রভৃতি। এগুলির ওপর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সাধারণভাবে রাজ্য আইনসভার হাতে ন্যস্ত।

৩। যুগ্ম তালিকা: যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই আইন প্রণয়নের অধিকারী। তবে এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় আইনের সঙ্গে রাজ্য আইনের বিরোধ বাধলে কেন্দ্রীয় আইনটি বলবৎ হয় এবং রাজ্য আইনের যতটা অংশ কেন্দ্রীয় আইনের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি অংশ বাতিল হয়ে যাবে। বর্তমানে যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়সংখ্যা হল ৫২টি (মূল সংবিধানে ছিল ৪৭টি বিষয়)। বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন, বিদ্যুৎ, সংবাদপত্র, শিক্ষা, পুস্তক ও প্রেস, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা, বিবাহবিচ্ছেদ, শ্রমিক কল্যাণ ইত্যাদি।

সংবিধানের ২৪৮নং ধারা অনুসারে উপরিউক্ত তিনটি তালিকার অন্তর্ভুক্ত নয় এমন অবশিষ্ট বিষয়গুলির ওপর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে।

প্রশ্ন

১.ভারতীয় সংবিধানে কয়টি এবং কী কী তালিকার মাধ্যমে কেন্দ্র রাজ্য ক্ষমতা বন্টন করা হয়?

২.অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি কার হাতে ন্যস্ত?

৩. কেন্দ্র তালিকাভুক্ত যে-কোনো দুটি বিষয়ের উল্লেখ করো।

৪. রাজ্য তালিকাভুক্ত যে-কোনো দুটি বিষয় উল্লেখ করো।

৫. যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত দুটি বিষয় উল্লেখ করো।

Scanned by Easy Scanner